অনন্ত জীবনের পথ

"আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টেতে ঈশ্বরের অনন্ত জীবনের উপহার দান" *রোমীয় ৬:২৩*

বাইবেল বেসিকস্ঃ লিফলেট ২

অনন্ত জীবনের পথ

সুসমাচারে বার্তায় বার বার বলা হয়েছে- অনন্ত জীবনের পথ কেবল যীশু খ্রীষ্টের কাজের মধ্যে দিয়েই খুজে- পাওয়া সম্ভব। যারা ঈশ্বরের আজ্ঞার প্রতি সম্পূর্ণ বাধ্য তারা ধার্মিকতার পুরস্কার হিসেবে বিশুদ্ধতার এক অমরনশীল জীবনযাপন করবেন। একমাত্র এই অনন্ত জীবনের কথাই বাইবেলে উলেখ আছে। তবে এর ফলশ্রুতিতে পাপ কাজের জন্য সজ্ঞান অবস্থায় যে অনন্ত দুঃখভোগ এর কথা আসে সেটি বাইবেল সমর্থন করে না।

শর্ত সাপেক্ষ অনন্ত জীবন

অনন্ত জীবন অবশ্যই শর্তসাপেক্ষ, এবং এটি এমন কোন বিষয় না যা আমরা স্বাভাবিক বা প্রকৃতিগতভাবে পেয়ে যাই। নীচের শাস্ত্রাংশগুলি তা প্রমান করে।

- "খ্রীষ্ট ...সুসমাচার দ্বারা জীবন ও অক্ষয়তাকে দীপ্তিতে আনিয়াছেন" (২য় তীমথিয় ১:১০; ১ম যোহন ১:২)।
- "তোমরা যদি মনুষ্যপুত্রের মাংস ভোজন ও তাহার রক্ত পান না কর, তোমাদের মধ্যে জীবন নাই। যে আমার মাংস ভোজন ও আমার রক্ত পান করে, সে অনন্ত জীবন পাইয়াছে, এবং আমি তাহাকে শেষ দিনে উঠাইব" (যোহন ৬:৫৩-৫৪ ,৬:৪৭-৫৮)।
- "ঈশ্বর আমাদিগকে অনন্ত জীবন দিয়াছেন, এবং সেই জীবন তাহার পুত্রের মধ্যে আছে" (১ম যোহন ৫:১১)।
- যীশু খ্রীষ্ট... "সিদ্ধ হইয়া আপনার আজ্ঞাবহ সকলের অনন্ত পরিত্রাণের কারণ হইলেন" (ইব্রীয় ৫:৯)।
- "তিনি ত প্রত্যেক মনুষ্যকে তাহার কার্যানুযায়ী ফল দিবেন, সৎক্রিয়ায় ধৈর্য সহযোগে যাহারা প্রতাপ, সমাদর ও অক্ষয়তার অন্বেষণ করে, তাহাদিগকে অনন্ত জীবন দিবেন" (রোমীয় ২:৬-৭; যোহন ১০:২৭-২৮)।

আত্মা কি ?

পূর্ব থেকে চলে আসা ধারনা অনুসারে অনিবার্যভাবে এটা মনে হতে পারে যে, "আত্মা অমরনশীল বা অবিনাশী" একটি বিষয়। হিব্রু 'নেফেশ' (Nephesh) ও গ্রীক 'পুচ' (Psuche) শব্দদুটির অনুবাদ থেকে বাইবেলে ইংরাজী 'সোল' (Soul) শব্দটি এসেছে, যা দ্বারা, দেহ, শ্বাসপ্রশ্বাস, সৃষ্টজীব, হৃদয়, মন, ব্যক্তি, সে/তিনি অর্থ প্রকাশ করা হয়েছে। ফলশ্রুতিতে 'সোল' শব্দটি দ্বারা ব্যক্তি দেহ বা সত্বা বোঝানো হয়েছে।

মানুষ ও পশু

মৌলিক প্রকৃতি ও মৃত্যুর পরিনতি বিবেচনায় মানুষ ও পশুর মধ্যে কোন পার্থক্য নাই:

- "কেননা মনুষ্য-সন্তানদের প্রতি যাহা ঘটে, তাহা পশুর প্রতিও ঘটে, সকলেরই প্রতি একরূপ ঘটনা ঘটে; **এ যেমন মরে, সে তেমনি মরে;** এবং তাহাদের সকলেরই নিশ্বাস এক; পশু হইতে মানুষের কিছু প্রাধান্য নাই, কেননা

সকলই অসার। সকলেই এক স্থানে গমন করে, সকলেই ধূলি হইতে উৎপন্ন, এবং সকলেই ধূলিতে প্রতিগমন করে" (উপদেশক ৩:১৯-২০)।

আত্মার মৃত্যু

বড় মৌলিক সত্যটি হচ্ছে যে সকল "জীবিত প্রাণীই" এক সময় মৃত্যুবরণ করে। ইংরাজীতে বাইবেল "সোল" বা "আত্মা" হিসাবে যে শব্দগুলো ব্যবহার করা হয়েছে তার এক তৃতীয়াংশে শব্দই মৃত্যু ও আত্মার বিনাশ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ এটা দেখায় যে, আত্মা কখনই এমন বিষয় নয় যেটি অমরনশীল। উদাহরণ স্বারূপ ঃ

- "যে প্রাণী [আত্মা] পাপ করে, সে মরিবে" (যিহিষ্কেল ১৮:৪)।
- ঈশ্বর আত্মা ধ্বংশ করতে পারেন। "...কিন্তু যিনি আত্মা ও শরীর উভয়ই নরকে [কবরে] বিনষ্ট করিতে পারেন, বরং তাঁহাকেই ভয় কর" (মথি ১০:২৮, আরও দেখুন হিতোপদেশ ৬:৩২)

"সোল" বা "আত্মাকে" এখানে কিছু অমরনশীল স্বত্ত্বা হিসাবে দেখানোর চেয়ে বরং ব্যক্তি বা দেহ হিসাবে প্রকাশ করা হয়েছে, যেগুলি এই আত্মা সম্পর্কিত বহু পদের শব্দের দ্বারা প্রকাশিত হয়েছে। তার কয়েকটি উদাহরণ ঃ

- "প্রাণীদের [আত্মার] রক্ত" (যিরমিয় ২:৩৪)
- "যদি কেহ [হিব্রু: 'কোন আত্মা'] পাপ করে ...যদি কোন আত্মা কোন অশুচি জিনিষ স্পর্শ করে ...যদি কোন আত্মা প্রতিজ্ঞা করে" (লেবীয় ৫:১-৪, আরও দেখুন গীতসংহিতা ১০৫:১,২,৫ [প্রাণ = আত্মা]; মার্ক ৮:৩৫)

এই উদাহরণগুলি প্রমান করে যে, সোল বা আত্মা মানুষের মাঝে অবস্থানরত কোন আত্মিক উপাদান নয়; আত্মা এখানে শুধুই কোন একজনের দৈহিক উপাদান মাত্র।

মানুষের আত্মা

ইংরাজী Spirit বা আত্মা, হিব্রু 'রুচ' (Ruach) ও গ্রীক 'পুমা' (Pneuma) শব্দগুলি থেকে এসেছে, অনুবাদে যার অর্থ প্রকাশ করা হয়েছে জীবন, আত্মা, মন, বাতাস, স্বাস প্রশ্বাস।

ঈশ্বর তাঁর সৃষ্ট প্রকৃতিকে সংরক্ষণ করার জন্য নিজ আত্মাকে ব্যবহার করেন। একারণে ঈশ্বরের আত্মা মানুষের মাঝেই অবস্থানরত একটি প্রানময় শক্তি এবিষয়ে নিম্নোক্ত পদগুলিতে সেইভাব প্রকাশ পেয়েছে ঃ

- প্রাণ ছাড়া দেহ যেমন মৃত (যাকোব ২:২৬)
- "সদাপ্রভু ঈশ্বর মৃত্তিকার ধূলিতে আদমকে (অর্থাৎ মনুষ্যকে) নির্মাণ করিলেন, এবং তাহার নাসিকায় ফুঁ দিয়া প্রাণবায়ু প্রবেশ করাইলেন; তাহাতে মনুষ্য সজীব প্রাণী হইল" (আদিপুস্তক ২:৭)

আমাদের জন্মের সময়ই আত্মার প্রাণশক্তি আমাদের মাঝে দিয়ে দেওয়া হয়েছে, এবং যতক্ষন আমাদের দেহ জীবিত থাকবে ততক্ষণই প্রাণশক্তির অবস্থান সেখানে থাকবে।

ঈশ্বরের আত্মা তুলে নেওয়া

যখনই কোন কিছু থেকে ঈশ্বরের আত্মা তুলে বা উঠিয়ে নেওয়া হয় তখনই তা ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। "যদি তিনি (ঈশ্বর) আপনাতেই নিবিষ্টমনা থাকেন, আপনার আত্মা ও নিঃশ্বাস আপনার কাছে সংগ্রহ করেন, তবে মর্ত্যমাত্র একেবারে মরিয়া যাইবে, মনুষ্য পুনর্বার ধূলিতে প্রতিগমন করিবে" (ইয়োব ৩৪:১৪-১৫)।

মৃত্যুর সময় যখন ঈশ্বর তাঁর আত্মা আমাদের কাছ থেকে নিয়ে যান, তখন শুধু যে আমাদের দেহের মৃত্যু হয় তা নয়, কিন্তু আমাদের সমগ্র চেতনা বন্ধ হয়ে যায়। "তোমরা নির্ভর করিও না রাজন্যগণে... তাহার শ্বাস নির্গত হয়, সে নিজ মৃত্তিকায় প্রতিগমন করে; সেই দিনেই তাহার সঙ্কল্প সকল নষ্ট হয়" (গীতসংহিতা ১৪৬:৩-৪)।

মৃত্যুর মাধ্যমে "দেহ ধূলিতে মিশে যাবে যেমনটি তা আগে ছিল ; এবং আত্মা যিনি দিয়েছিলেন সেই ঈশ্বরের কাছে ফিরে যাবে" (উপদেশক ১২:৭) আমরা যখন মৃত্যু বরন করি বা শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করি, এই অর্থে বলা হয়েছে যে, ঐ মুহূর্তেই ঈশ্বরের আত্মা আমাদের মধ্যে থেকে চলে যায়। মৃত্যুতে আমাদের আত্মা ঈশ্বরের আত্মার সাথে মিশে যায়, যা আমাদের চারপাশে সবসময় অবস্থান করে। আর একারণেই বলা হয়, মৃত্যু মানুষের "আত্মা ঈশ্বরের কাছে ফিরে যায়"।

মৃত্যু চেতনা বিহীন

বাইবেল পরিস্কারভাবে বলে যে, মৃত্যুতে আমাদের কোন চেতনা থাকে না; আমরা সম্পূর্ণ অবচেতন থাকি ঃ

- "তাহার শ্বাস নির্গত হয়, সে নিজ মৃত্তিকায় প্রতিগমন করে; সেই দিনেই তাহার সঙ্কল্প সকল নষ্ট হয়" (গীতসংহিতা ১৪৬:৩-৪)।
- "জীবিত লোকেরা জানে যে, তাহারা মরিবে; কিন্তু মৃতেরা কিছুই জানে না, এবং তাহাদের আর কোন ফলও হয় না, কারণ লোকে তাহাদের বিষয় ভুলিয়া গিয়াছে। তাহাদের প্রেম, তাহাদের দ্বেষ ও তাহাদের ঈর্ষা সকলই বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে" (উপদেশক ৯:৫)।

ধার্মিক ও পাপী বা খারাপ মানুষ উভয়ের জন্যই মৃত্যুকে বার বার **নিদ্রা** অথবা **বিশ্রাম** হিসাবে দেখানো হয়েছে।

যথেষ্ট প্রমানসহ একথা স্পষ্টভাবে বলা যায় যে, মৃত্যুর পর ধার্মিকরা পরম এক স্বর্গসুখের অবস্থায় প্রবেশ করবে সর্বসাধারনের ধারনার পক্ষে বাইবেলের কোথাও কোন সমর্থন পাওয়া যায় না।

পুনরুত্থান

বাইবেল গুরুত্বসহকারে বলে যে, যীশু খ্রীষ্ট আবার ফিরে আসবার সময়ে যে পুনরুত্থান হবে সেই সময়ে ধার্মিকরা পুরস্কৃত হবেন।

- "প্রভু স্বয়ং আনন্দধ্বনি সহ, প্রধান দূতের রব সহ, এবং ঈশ্বরের তূরীবাদ্য সহ স্বর্গ হইতে নামিয়া আসিবেন, আর যাহারা খ্রীষ্টে মরিয়াছে, তাহারা প্রথমে উঠিবে" (১ম থিষলনীকীয় ৪:১৬)।

পৌল বলেন যে, যদি কোন পুনরুত্থান না থাকে তবে ঈশ্বরের প্রতি বাধ্য থাকার সকল চেষ্টা অনেকটা অর্থহীন হয়ে পড়ে

- "মৃতেরা যদি উত্থাপিত না হয়, তবে 'আইস, আমরা ভোজন পান করি, কেননা কল্য মরিব'" (১ম করিন্থীয় ১৫:৩২)।

সেক্ষেত্রে নিশ্চয় এটা চিন্তা করার যথেষ্ট অবকাশ থাকে না যে, মৃত্যুতে তার আত্মা স্বর্গে যাবার মাধ্যমেও পুরস্কৃত হবে ? ফলে এ বিষয়টি সম্পর্কযুক্তভাবে এসে যায় যে, একমাত্র পুনরুত্থানের মাধ্যমে ধার্মিক ব্যক্তি যে তার আগের দেহটি ফিরে পাবেন সেটিই তার পুরস্কার।

এ বিষয়ে খ্রীষ্ট আমাদেরকে এভাবে উৎসাহিত করেছেন যে, মৃত্যুর পর পুররুত্থানের মাধ্যমে যেসব ধার্মিক ব্যক্তিদের পৃথক করা হবে তখনই তাদেরকে পুরস্কৃত করা হবে:

- "তাই ধার্মিকগণের পুনরুত্থানের সময়ে তুমি প্রতিদান পাইবে" (লূক ১৪:১৪)।

তাঁর পুনরাগমনের সময় খ্রীষ্ট "আমাদের দীনতার দেহকে রূপান্তর করিয়া নিজ প্রতাপের দেহের সমরূপ করিবেন" (ফিলিপীয় ৩:২০-২১)। এখন তাঁর দৈহিক আকার আমাদের মত হলেও তা যতটা না রক্ত দিয়ে তার চেয়ে বেশি আত্মা দ্বারা গঠিত সেজন্য নিশ্চিতভাবে আমরা তাঁর মতই পবিত্র দেহ লাভ করব।

আমাদের পুরস্কার অমরনশীল দেহে অন্য এক জীবন

বিচারের সময় আমরা আমাদের বর্তমান রক্তমাংসের দেহে যা করেছি সেই অনুসারেই পাওনা বা পুরস্কার পাবো

- "আমাদের সকলকেই খ্রীষ্টের বিচারাসনের সম্মুখে প্রত্যক্ষ হইতে হইবে, যেন সৎকার্য হইক, কি অসৎকার্য হইক, প্রত্যেক জন আপনার কৃত কার্য অনুসারে দেহ দ্বারা উপার্জিত ফল পায় (২য় করিন্থীয় ৫:১০)।

ঈশ্বরবিহীন বর্তমান মরনশীল দেহ অবশ্যই আবার ধুলিতে মিশে যাবে। যারা মাংসীক মনকে জয় করার চেষ্টা করে সফল হয়েছে তারাই, "আত্মা হইতে অনন্ত-জীবনরূপ শস্য পাইবে" (গালাতীয় ৬:৮) এবং তা আসবে আত্মায় পূর্ণ জীবনের মধ্যে দিয়ে।

যথেষ্ট প্রমান আছে যে, ধার্মিক ব্যক্তিরা দৈহিকভাবেই পুরস্কার পাবেন। একবারই এটা গ্রহণযোগ্য হয়েছে, পুনরুত্থানের সর্বাপেক্ষা বড় তাৎপর্য এজন্য একই রকম হওয়া উচিত। আমাদের বর্তমান দেহ মৃত্যুর সাথে সাথে সম্পূর্ণভাবে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। যদি আমরা দৈহিকভাবেই অনন্ত জীবন ও অমরনশীলতার অভিজ্ঞতা লাভ করি তবে মৃত্যু শুধুমাত্র অবচেতন একটি অবস্থায় থাকে, যতক্ষন পর্যন্ত না তাতে ঈশ্বরের প্রকৃতি পুন:স্থপন করা বা সেই দেহকে পুনঃনির্মাণ করা যায়, এরপর আমাদের বর্তমান দেহ পরিবর্তিত হয়ে অমরনশীল হবে (আবার দেখুন ফিলিপীয় ৩:২১)।

খ্রীষ্টের মৃত্যু ও পুনরুত্থানের সাথে বাপ্তিস্মের মাধ্যমে সংযুক্ত হয়ে আমরা এটা প্রমান করেছি যে পুনরুত্থানের মাধ্যমে খ্রীষ্ট যে পুরস্কার লাভ করেছেন আমরাও তার সহভাগী হবো

- "আমরা যত লোক খ্রীষ্ট যীশুর উদ্দেশে বাপ্তাইজিত হইয়াছি, সকলে তাহার মৃত্যুর উদ্দেশে বাপ্তাইজিত হইয়াছি? অতএব আমরা তাহার মৃত্যুর উদ্দেশে বাপ্তিস্ম দ্বারা তাহার সহিত সমাধিপ্রাপ্ত হইয়াছি; যেন, খ্রীষ্ট যেমন পিতার মহিমা দ্বারা মৃতগণের মধ্য হইতে উত্থাপিত হইলেন, তেমনি আমরাও জীবনের নূতনত্বে চলি। কেননা যখন আমরা তাহার মৃত্যুর সাদৃশ্যে তাহার সহিত একীভূত হইয়াছি, তখন অবশ্য পুনরুত্থানের সাদৃশ্যেও হইব" (রোমীয় ৬:৩-৫)।

বর্তমানে যীশু খ্রীষ্টের দুঃখ কষ্ট ভোগের সাথী হওয়ার সাথে সাথে আমরা তার পুরস্কারেরও সহভাগী করে নেব (২য় করিন্থীয় ৪:১০, রোমীয় ৮:২৩)

আক্ষরিকভাবে দৈহিক পুরস্কার লাভের প্রত্যাশা আমরা পুরাতন নিয়মে ঈশ্বরের লোকদের মাধ্যমে আগে থেকেই জানতে পেরেছি।

- "তোমার মৃতেরা জীবিত হইবে, আমার শবসমূহ উঠিবে; হে ধূলি-নিবাসীরা, তোমরা জাগ্রত হও, আনন্দ গান কর; কেননা তোমার শিশির দীপ্তির শিশির তুল্য, এবং ভূমি প্রেতদিগকে ভূমিষ্ঠ করিবে" (যিশাইয় ২৬:১৯)।

ইয়োব জানতেন যে মৃত্যুর পর তার দেহ পোকা মাকড়ে খাবে, তবুও তিনি দৈহিক ভাবেই পুরস্কার পাবেন।

- "আমি জানি, আমার মুক্তিকর্তা জীবিত; তিনি শেষে ধূলির উপরে উঠিয়া দাঁড়াইবেন। আর আমার চর্ম এইরূপে বিনষ্ট হইলে পর, তবু আমি মাংসে থাকিয়া ঈশ্বরকে দেখিব" (ইয়োব ১৯:২৫-২৬)

পুরস্কার পাবার জায়গা - স্বর্গ না পৃথিবী ?

নিম্নোক্ত বাইবেল পদগুলি দেখায় যে, স্বর্গে নয় **পৃথিবীই হবে** "ঈশ্বরের রাজ্য"।

- "আমাদের স্বর্গস্থ পিতা, ... তোমার রাজ্য **আইসুক**। তোমার ইচ্ছা সিদ্ধ হউক, যেমন স্বর্গে, তেমনি **পৃথিবীতেও** হউক" (মথি ৬:১০)। তাহলে আমরাই প্রার্থনা করছি যে, ঈশ্বরের রাজ্য এই পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা হোক।
- "ধন্য যাহারা মৃদুশীল, কারণ তাহারা **দেশের** অধিকারী হইবে" (মথি ৫:৫, আরও দেখুন গীতসংহিতা ৩৭, বিশেষভাবে ১১,২২,২৯,৩৪,৩৫ পদগুলি)। তাদের আত্মা কখনই স্বর্গে যাবে না। অনন্তকাল ধরে পৃথিবীতে বসবাস করার অর্থ যে, স্বর্গে কোন ধরনের অনন্ত কালের সম্ভাবনা নাই।
- "...দায়ূদ প্রাণত্যাগ করিয়াছেন এবং কবরপ্রাপ্তও হইয়াছেন... দায়ূদ স্বর্গারোহণ করেন নাই..." (প্রেরিত ২:২৯, ৩৪ পদ)। পিতর পরবর্তীতে ব্যাখ্যা করেছেন যে, দায়ূদের প্রত্যাশা ছিল, খ্রীষ্টের পুনরাগমনের সময় পুনরুত্থানের মাধ্যমে সব ধার্মিকরা পুরস্কৃত হবে (দেখুন প্রেরিত ২:২২-৩৬)।
- শেষ বিচারের সময় ধার্মিকরা বলবে : খ্রীষ্ট "আমাদের ঈশ্বরের উদ্দেশে তাহাদিগকে রাজ্য ও যাজক করিয়াছ; আর তাহারা পৃথিবীর উপরে রাজত্ব করিবে" (প্রকাশিত বাক্য ৫:৯,১০)।

নরক

বাইবেল শিক্ষা দেয় নরক হচ্ছে একটি গহব্বর বা গর্ত, যেখানে মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে সকল মানুষ যায়। হিব্রু শব্দ শিওলকে 'সিওল' (Sheol) ইংরাজী 'হেল্' (Hell) হিসাবে অনুবাদ করা হয়েছে, যার অর্থ একটি আবৃত স্থান। এই শব্দটি সবথেকে ভালো অনুবাদ হচ্ছে, "কবর"। 'সিওল' সম্পর্কিত নিম্নোক্ত উদাহরণগুলি এই জনপ্রিয় ধারনাকে ভ্রান্ত প্রমান করে :

- দায়ূদ বলে যে, দুষ্ট লোকেরা বরং লজ্জায় পড়ুক, তারা নীরব হয়ে মৃত্যুস্থানে পড়ে থাকুক। "...দুষ্টগণ লজ্জিত হউক, পাতালে [কবরে বা 'সিওল'] নীরব হউক" (গীতসংহিতা ৩১:১৭) তারা দুঃখ কষ্টের কষাঘাত থেকে নিজেদেরকে রেহাই করতে পারবে না।
- "কিন্তু ঈশ্বর পাতালের [কবরের বা 'সিওল'] হস্ত হইতে আমার প্রাণ মুক্ত করিবেন" (গীতসংহিতা ৪৯:১৫)। যেমন রাজা দায়ূদের আত্মা বা দেহ সেই কবর বা নরক থেকে মুক্ত হবে।

নরক হিসাবে যে, কবরকে আমরা দেখলাম, ধার্মিক ব্যক্তিরা পুনরুত্থানের মাধ্যমে অনন্ত জীবনে প্রবেশ করে সেই নরক রূপ কবর থেকে মুক্তি পাবে। এক্ষেত্রে সবথেকে বড় উদাহরণ যীশু খ্রীষ্ট, "তাহাকে পাতালে [কবরে বা 'সিওল'] পরিত্যাগও করা হয় নাই, তাহার মাংস ক্ষয়ও দেখে নাই" (প্রেরিত ২:৩১)। আর একারণেই তিনি এতশীঘ্র পুনরুত্থিত হয়েছিলেন। যীশু খ্রীষ্ট সেই 'নরকে' গিয়েছিলেন, এই ঘটনাই যথেষ্টভাবে প্রমান করে যে, এটা এমন একটা জায়গা যেখানে শুধু পাপীরাই যায় তা নয়।

পাপীদের পরিণতি কি হয় ?

যারা এই পৃথিবীতে নির্দোষ তাদের উপর, ঈশ্বর কখনই পাপ চাপিয়ে দেন না।

- "...কিন্তু ব্যবস্থা না থাকিলে পাপ গণিত হয় না" (রোমীয় ৫:১৩)।

এই অবস্থার যারা আছে তারা মৃতই থেকে যাবে। এজন্য খ্রীষ্ট ফিরে আসবার সময় তারাই পুনরুত্থিত হবে ও তাদেরই বিচার হবে যারা যীশু খ্রীষ্টের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে জানে। দুষ্ট বা পাপী হলে তার শাস্তি হবে মৃত্যু ও অনন্ত কালের জন্য মৃত্যু (প্রকাশিত বাক্য ২:১১; ২০:৬)। এই অর্থ এখানে প্রকাশ পায় যে, তাদের পাপের শাস্তি হবে অনন্তকালীন ; তাদের মৃত্যু কখনই শেষ হবে না।

ঈশ্বরের অন্যতম একটি নীতি হচ্ছে, পাপের শাস্তি, মৃত্যু।

- "পাপের বেতন মৃত্যু" (রোমীয় ৬:২৩; ৮:১৩; যাকোব ১:১৫)।

মৃত্যু সম্পূর্ণভাবে অবচেতনশীল বা অসংবেদনশীল। পাপের ফল অনন্তকালীন নির্যাতন ভোগ নয় কিন্তু সম্পূর্ণভাবে ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়া (মথি ২১:৪১; ২২:৭; মার্ক ১২:৯; যাকোব ৪:১২)

অবচেতনশীলতা- বাস্তব অর্থে মৃত্যু

কবর বা গহ্বরের মধ্যে কোন কাজ নাই ...কিছু নেই - এ এজন্য **কখনই** আমাদের ঈশ্বরের কাজ করবার জন্য সম্পূর্ণভাবে নিজেদের উৎসর্গ করার সময় (উপদেশক ৯:১০-১৩)। মোশি ইস্রায়েলীয়দের অনৈতিকতার বাস্তব অবস্থার পরিনতি সম্পর্কিত সময়ের চিহ্ন নিয়ে ঈশ্বরের সাথে কথা বলেছিলেন। তিনি আমাদের নৈতিকতার করুন পরিনতি সম্পর্কেও যথেষ্ট কথা বলেছে। অবশেষে তিনি বলেছেন -

- "আমাদের দিন গণনা করিতে শিক্ষা দেও, যেন আমরা প্রজ্ঞার চিত্ত লাভ করি" (গীতসংহিতা ৯০:১২)।

জীবনের করুন পরিণতির অর্থ হচ্ছে যে, আমাদের উচিত সময় নষ্ট হয়ে যাওয়ার বিষয়টি রোধ করা। বাস্তব বিষয়টি হচ্ছে আমরা অপেক্ষাকৃত কম সময়ের মধ্যে মারা যাবো, এবং অবচেতন অবস্থায় থাকব, যারা সচেতনভাবে এগুলি বিশ্বাস করে তাদেরকে পরিচালনা দান করব, যেন তারা পুনরুত্থানের জন্য ঈশ্বরের ওপর বিশ্বাস করতে পারে। মৃত্যু ঠিক গভীর ঘুমের মত, এরপর আমরা পরবর্তী অভিজ্ঞতা লাভের জন্য বা বিচারের জন্য অপেক্ষা করছি। কারণ মৃত্যু আমাদের জন্য চিরস্থায়ী একটি সম্ভাবনার বিষয়, এর মাধ্যমেই আমাদের ওপর বিচার নেমে আসে এবং আমাদেরকে অবশ্যই এই জ্ঞান ও প্রক্রিয়ার সাথে থাকেতে হবে।

ব্যক্তিগত সাক্ষ্য

০১. বাবা মারা গেছেন মাত্র ক'দিন হল। মনটা খুব খারাপ। বসেছিলাম রেলষ্টেশনের বেঞ্চের এক পাশে। ওপাশে আর একজন বসা, একাকী বাইবেল পড়ছে। আমার ধারনা তিনি নিশ্চয় আমাকে লক্ষ্য করেছেন যে আমার মন ভালো নেই, এজন্য হয়ত কিছু বলতে চাইছেন। একসময় আমার চোখে চোখ রেখে হাসলেন এবং বললেন, "এই বইতে লেখা আছে আপনার জন্য আরও ভালো দিন আসছে"। ওনার সাথে কথা বলতে শুরু করলাম, বললাম কেন আমার মনটা খারাপ এবং তাকে কিছু প্রশ্ন করলামঃ আমার বাবা এখন কোথায় ? তিনি প্রশ্নটির উত্তর বিভিন্নভাবে দেবার চেষ্টা করলেন, আমি দেখলাম বাইবেল থেকে বলা তার ধারনাগুলি একেবারে সঠিক। কিন্তু তিনি সঠিকভাবে তা তুলে ধরতে একটু সংকোচ করছিলেন। তিনি বেশ কতকগুলো দার্শনিক বিষয়ের ওপর কথা বললেও, আসল প্রশ্নগুলো একটু এড়িয়ে যাচ্ছিলেন। আমি তার কাছে জানতে চাইলাম, বাবার আত্মা আসলে কোথায় চলে গিয়েছে। অবশেষে তিনি খুব ভালোভাবে আমার দিকে তাকালেন এবং এমন ভাব প্রকাশ করলেন যেন আমার মন খারাপ সেটা তিনিও অনুভব করছেন। এজন্য তিনি এমন কোন কথা বলতে চাইলেন যাতে আমার মন ভালো হয়ে যায়, যেমন, আপনার বাবা এখন স্বর্গে আছেন ও অন্যদের সাথে দাবা খেলছেন, কিন্তু আসলে বাইবেল থেকে তার উচিত ছিল সত্য কাথাটি বলার। তা হচ্ছে "আত্মা অমরনশীল" এবং মৃত্যু যেহেতু সত্যিকার অর্থেই একেবারে অবচেতনশীল/অনুভূতিহীন। যারা যীশু খ্রীষ্টতে বাপ্তিস্ম নিয়েছেন, অন্ধকার আবর্জনার পেছনেই আছে তাদের জন্য প্রত্যাশার আলো। যীশু খ্রীষ্ট আবার ফিরে এলে তারা তাঁর পুররুত্থানের সহভাগী হবেন। তিনি এভাবেই কথাগুলো আমাকে বোঝাতে চেয়েছিলেন। আমি আমার নিজের সর্বশেষ পরিনতি নিয়ে সন্তুষ্ট ছিলাম যে, আমরা ধুলি থেকে এসেছি ও ধুলিতেই ফিরে যাবো, কিন্তু আমি এখনই এমন কোন কথা শুনতে চাচ্ছিলাম যা আমাকে সান্তনা দেবে। আমার মনে পড়ছিল, বাবাকে কবরস্থ করার সময় পালক যা বলেছিলেন সেগুলি খুব কঠিন বিষয় ছিল এবং আমি তা গ্রহনও করতে পরিনি । আর এখন ইনি বাইবেল থেকে প্রকৃত সত্য কথাগুলিই তুলে ধরছেন, তবুও আমি তার কথাও বিশ্বাস করতে পারছিলাম না।

পরে লোকটি আমাকে একটা লিফলেট দিয়ে বিদায় নিলেন। তার শক্ত কথাগুলো আমি ভুলে যাবার চেষ্টা করছিলাম। কিন্তু সেগুলি বার বারই আমার মনে খারাপভাবে ফিরে আসছিল, যেন খারাপ স্বাদের বা অরুচিকর কোন খাবার খেলে যেমন মুখে বার বার সেই স্বাদ ফিরে আসে তেমনটি। এরপর ঐ লিফলেটে দেওয়া ঠিকানায় লিখলাম যেন তারা তাদের পরবর্তী পুস্তিকাগুলি পাঠায়, যেগুলি তারা বিনামূল্যে সবাইকে দেয়। এগুলি পাবার পর বাইবেল পড়া শুরু করলাম। অনুভব করলাম বাইবেলের কথাগুলো আমার কাছে অনেকটা তিক্ত ও শক্ত লাগছে। আর এভাবেই ক্রমশ আমি বুঝলাম, বাইবেল সত্যিই ঈশ্বরের বাক্য। এগুলি শুধুমাত্র এমন কোন চমকদার কথা নয় যেগুলি আমি সহজেই পছন্দ করি। মৃত্যু সম্পর্কে বাইবেলের শিক্ষাগুলি গ্রহণ

করার পর অন্যান্য সব শিক্ষার প্রকৃত মূল্যায়ন করতে পারলাম। আমি দেখলাম, একমাত্র আশা হচ্ছে, মৃত্যুর পর অনন্ত জীবন লাভের জন্য পুনরুত্থিত হওয়া। এই প্রত্যাশার সহভাগী হবার একমাত্র পথ জলে ডুবিয়ে বাপ্তিস্ম নেবার মাধ্যমে পুনরুত্থিত খ্রীষ্টের সাথে একত্রিত হওয়া এবং এর মাধ্যমে শান্তি-আনন্দ লাভ করা !

০২. আমি সবসময় মনে করতাম, নরক হচ্ছে মানুষের পাপের শাস্তি লাভের স্থান। ছোটবেলা থেকেই মা আমাকে এই বলে সতর্ক করতেন, যদি তুমি খারাপ বা পাপকাজ করো তবে অন্য খারাপ লোকদের মত তুমিও নরকে যাবে, যেখানে দাউদাউ জ্বলন্ত আগুনে তোমাকে রাখা হবে। আমার সবসময়ই মনে হত যে, ঈশ্বর আছেন, আবার তার নীরবতায় মনে হত তিনি শুনতে পান না, তিনি হয়ত নেই! কিন্তু এই বিষয়টি আমাকে ঈশ্বর সম্পর্কে ভুল ধারনা সৃষ্টি করতে চেয়েছিল যে, আমরা পাপ কাজ করলে ঈশ্বর আমাদেরকে ভয়ংকর শাস্তি দেন অথবা কোন অন্যায় বা দোষ করলে তার প্রায়শ্চিত্ত করান। ঈশ্বর সত্যিই যদি এমন হন তবে তার কোন কিছুর সাথে, তাঁর লিখিত বিষয়গুলির সাথে সম্পর্কযুক্ত হবার ইচ্ছা ছিল না। টিভি প্রোগ্রামেও এমন একজন প্রচারককে দেখেছি যিনি একই বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন ... এবং সব জায়গাতেই দেখেছি একই ধরনের চিন্তা যে, খারাপ কাজের জন্য একজন শয়তান সবসময় শাস্তি প্রদান করে। একথায় আমি বিভ্রান্ত হয়েছি এভাবে যে, আসলে কি ঈশ্বর কোন শয়তানকে ব্যবহার করবেন আমাকে শাস্তি দেবার জন্য, আমার স্বামী নাই অথচ একটা সন্তান আছে এজন্য কি ঈশ্বর আমাকে শাস্তি দিয়ে আনন্দ পেতে চান ?

কিন্তু যেভাবেই ঈশ্বর সম্পর্কে আমার সামান্য যে ধারনা ছিল তা দিয়েই সান্তনা পেলাম। এবিষয়ে আর চিন্তা করার সময় হয়নি। পরে একদিন বাসে করে এক জায়গায় যাচ্ছিলাম। এক বৃদ্ধ মহিলা,সম্ভব পেন্টিকষ্টাল চার্চের সদস্য হবে, তার পাশের লোকটিকে বললেন, দেখ, ঐ দুষ্ট ছেলেটা ঠিকই নরকের আগুনে অনন্তকাল ধরে জ্বলে পুড়ে মরবে, তখন কে বুঝবে আমি কি বোঝাতে চেয়েছি তাকে! কথাটি শোনার পর মহিলার পেছনে দাড়ানো একটি যুবক ছেলে বলে, নিশ্চয় সবাই জানে যে নরক বলতে আগুনের ভরা কোন জায়গা বোঝায় না, কিন্তু নরক আসলে কবর ... আমরা সকলেই মরার পর সেখানে যাই। কথাটা শুনে আমি চুপ থাকতে পারলাম না, জোরে বলে উঠলাম, তাহলে কেন বলা হয় যে শয়তান নরকের আগুনে আমাদেরকে শাস্তি দেবেন ? ছেলেটি বেশ ভদ্রভাবে বলল, না, বাইবেলে সে কথা বলে না। বরং বাইবেল বলে আমাদের খারাপ বা পাপ প্রভৃতি বা স্বভাবই হচ্ছে শয়তান, মূলত মানুষের পাপ স্বভাবকেই বাইবেলে শয়তান বলা হয়েছে ... আসলে এটাই আমাদের মূল সমস্যা।

এর পরের ঘটনা বেশ লম্বা, সেগুলি আর আলোচনার দরকার নেই। এরই মাঝে একদিন আমি বাইবেল পড়া শুরু করলাম। যতই পড়ছি ততোই অবাক হচ্ছি। আসলে ঈশ্বর পাপী বা দুষ্টকে শাস্তি দিয়ে আনন্দ পান না। পড়তে পড়তে আমি আরও জানলাম যে, বাইবেল প্রথমে হিব্রু ও পরে গ্রীক ভাষায় লেখা হয়েছে, নরকের প্রতিশব্দ হিসাবে প্রথমে নরক (ইংরাজীতে-হেল) আর পরে কবর (ইংরাজীতে গ্রেভ) ব্যবহার করা হয়েছে। এই দুই ভাষার দুটি শব্দই এক ও অভিন্ন অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। এর মাধ্যমে ঈশ্বরের প্রতি আমার আগের মনোভাব সম্পূর্ণ পরিবর্তন হয়ে গেল। আমি ক্রমশ বুঝতে পারলাম, "ঈশ্বর প্রেমময়" ... প্রতিদিনের পাঠ পরিকল্পনা অনুযায়ী আমি বাইবেল পড়া শুরু করলাম এবং আমি দেখলাম, এই নরক বা কবর থেকে উদ্ধার পাবার একটাই পথ আছে, তা হচ্ছে যীশু খ্রীষ্টের নামে বাপ্তিস্ম গ্রহন করা, যিনি নিজেও এই নরকে গিয়েছিলেন, তিনদিন পর আবার উঠে এসেছিলেন। এর পর আমি, তাই করলাম এবং কখনও তা পরিত্যাগ করিনি।

বাইবেল শিক্ষা দেয়

- বাইবেল ঈশ্বর নিঃশ্বসিত বাক্য -
  ২য় তীমথিয় ৩:১৬-১৭: ২য় পিতর ১:১৯-২১
- একজন মাত্র পিতা, ঈশ্বর আছেন -
  যিশাইয় ৪৪:৬; ৪৬:৯-১০; ইফিষীয় ৪:৬; মথি ৬:৯
- পবিত্র আত্মা ঈশ্বরের একটি শক্তি -
  গীতসংহিতা ১০৪:৩০; ইয়োব ২৬:১৩; লূক ১:৩৫

- পাপের কারণেই মানুষ মরণশীল -
  আদিপুস্তক ২:১৭; ৩:১৭-১৯; রোমীয় ৫:১২; ১ম করিন্থীয় ১৫:২২
- আমাদের স্বাভাবিক বা জন্মগত প্রকৃতির কারণেই আমরা পাপ করি -
  মার্ক ৭:১৮-২৩; যাকোব ১:১৩-১৫; রোমীয় ৭:১৪-১৫
- মৃত্যু আসলে চেতনাবিহীন বা অবচেতনশীল একটা অবস্থা - *গীতসংহিতা ৬ঃ৫; ১৪৬ঃ২-৪; ১১৫ঃ১৭; উপদেশক ৯:৫; যিশাইয় ৩৮:১৮-১৯; প্রেরিত ২:২৯*
- যারা সুসমাচার বোঝে, এতে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করে ও যীশু খ্রীষ্টতে বাপ্তিস্ম গ্রহণ করে কেবল তারাই পরিত্রাণ পায় - *মার্ক ১৬ঃ১৫-১৬*
- "ঈশ্বরের রাজ্য ও যীশু খ্রীষ্টের নাম সম্পর্কে যে সুখবর তাকেই" সুসমাচার বলা হয় - *প্রেরিত ৮:১২*
- পাপ থেকে উদ্ধার পাবার জন্যই বাপ্তিস্ম নেওয়া প্রয়োজন -
  প্রেরিত ২:৩৮, ২২:১৬
- যীশু আবার এই পৃথিবীতে ফিরে আসবেন -
  প্রেরিত ১:১০-১১; ১ম থিষলনীকীয় ১:১০; ২:১৯; প্রকাশিত বাক্য ২২:১২
- যীশু ফিরে আসবার পর সকলের পুনরুত্থান ও বিচার হবে -
  ১ম করিন্থীয় ১৫:২১-২৩; দানিয়েল ১২:২-৩; যোহন ৫:২৮-২৯; ১১:২৪; ২য় তীমথিয় ৪:১; রোমীয় ১৪:১০-১২
- যারা বিশ্বাসে খাঁটি বা বিশ্বস্ত খ্রীষ্টিয়ান তাদেরকে পুরস্কার হিসাবে অমরণশীলতা দান করা হবে - *১ম করিন্থীয় ১৫:৫২-৫৪; দানিয়েল ২:৪৪; লূক ২০:৩৫-৩৬*
- যীশু এই পৃথিবীরি উপরেই তার রাজ্য স্থাপন করবেন -
  মথি ৬:৯-১০; ২৫:৩৪; দানিয়েল ২:৪৪; প্রকাশিত বাক্য ১১:১৫
- পৃথিবীর উপরে যিরুশালেম নগরই হবে ঈশ্বরের রাজ্যের রাজধানী -
  যিরমিয় ৩:১৭; মথি ৫:৩৫; সখরিয় ১৪:১৭।
- আব্রাহামের কাছে করা প্রতিজ্ঞা -
  আদিপুস্তক ১২:১-৩; ১৩:১৪-১৭; গালাতীয় ৩:১৬, ২৬-২৯ পদ, লূক ১৩:২৮
- দায়ূদের কাছে করা প্রতিজ্ঞা - *২য় শমূয়েল ৭:১২-১৬; যিরমিয় ২৩:৫-৬, লূক ১:৩১-৩৩; প্রেরিত ১৩:২২-২৩; প্রকাশিত বাক্য ৫:৫; ২২:১৬*
- সারা বিশ্বের ইস্রায়েল জাতীকে একজায়গায় একত্রিত করা হবে -
  যিরমিয় ৩০:১০-১১; ৩১:১০; সখরিয় ৮:৭-৮; যিহিষ্কেল ৩৮:৮, ১২পদ; রোমীয় ১১:২৫-২৭।
- ঈশ্বরের রাজ্যের গৌরব-মহিমা হবে -
  গীতসংহিতা ৭২; যিশাইয় ৩৫ অধ্যায়; ১১ অধ্যায়; ২ অধ্যায়; সখরিয় ১৪:৯

প্রশ্নাবলী অনন্ত জীবনের পথে

১। সুসমাচারের বার্তায় বার বার কি বলা হয়েছে ? অনন্ত জীবন কিভাবে খুঁজে পাওয়া সম্ভব ?

২। যারা ঈশ্বরের আত্মার প্রতি সম্পূর্ণ বাধ্য তারা পুরুষ্কার হিসাবে কি পাবেন ?

৩। অনন্ত জীবন অবশ্যই শর্ত সাপেক্ষ এ কথার অর্থ কি ?

৪। ঈশ্বর প্রত্যেক মনুষ্যকে কিভাবে ফল দিবেন ?

৫। আত্মা সম্বন্ধে আমাদের সাধারণ বা পূর্বের ধারণা কি ?

৬। হিব্রু ও গ্রীক ভাষায় আত্মাকে কি বলে ?

৭। উপদেশক ৩:১৯-২০ পদ অনুযায়ী মৃত্যুর সময় পশু ও মানুষের মধ্যে কি কোন পার্থক্য আছে ?

৮। মানুষের নিঃশ্বাস ও পশুর নিঃশ্বাস কি আলাদা ? তারা কোথা থেকে উৎপণ্ন ?

৯। মানুষ ও পশু মৃত্যুর পরে কি কেউ স্বর্গে যায়, আর কেউ ধুলিতে প্রতিগমন করে ?

১০। যদি আমরা বলি মানুষ মরলে স্বর্গে চলে যায় তাহলে কি বাইবেলের এই পদটি ভুল প্রমানিত হয় না ?

১১। আত্মার মৃত্যু সম্বন্ধে বড় মৌলিক সত্যটি কি ?

১২। যিহিষ্কেল ১৮:৪ পদ অনুযায়ী কে মরিবে ? কে আত্মা ধ্বংস করতে পারেন ?

১৩। হিব্রু "রুচ" (Ruach) ও গ্রীক "পুমা" (Pneuma) শব্দগুলির কি অর্থ প্রকাশ করা হয়েছে ?

১৪। আদিপুস্তক ২:৭ পদে মনুষ্যের নাসিকায় প্রাণবায়ু প্রবেশ করাইলেন। এই প্রাণবায়ুকেই কি লেখকদের ভিন্নতায় ভিন্ন ভিন্ন শব্দ ব্যবহার করেছেন না ? যেমন - প্রাণ, আত্মা, শ্বাস-প্রশ্বাস, মন, বাতাস ইত্যাদি - এ সম্বন্ধে আপনার ধারণা কি ?

১৫। ইয়োব ৩৪:১৪ - ১৫ পদ অনুযায়ী যদি ঈশ্বর আপনার আত্মা ও নিঃশ্বাস আপনার কাছে সংগ্রহ করেন তবে মনুষ্যের কি হবে ?

১৬। গীতসংহিতা ১৪৬:৩ - ৪ পদে মনুষ্যের শ্বাস নির্গত হইলে কি হয় ?

১৭। মৃতেরা কি, জানে যে সে মরিবে ?

১৮। উপদেশক ৯:৫ পদ অনুযায়ী জীবিত লোকেরা কি জানে ?

১৯। ধার্মিক ও পাপী বা খারাপ মানুষ উভয়ের জন্যই মৃত্যুকে কি হিসাবে দেখানো হয়েছে ?

২০। কখন পুনরুত্থান হবে, যে সময়ে ধার্মিকরা পুরুস্কৃত হবেন ?

২১। ১ম থিষলনীকীয় ৪:১৬ পদ অনুযায়ী কাহারা প্রথমে উঠিবে ?

২২। ২য় করিন্থীয় ৫:১০ পদ অনুযায়ী ‘‘আমাদের সকলকেই কাহার বিচারাসনের সম্মুখে প্রত্যক্ষ হইতে হইবে’’ - এবং কেন ?

২৩। ২য় করিন্থীয় ৪:১০ রোমীয় ৮:২৩ পদ অনুযায়ী বর্তমানে যীশু খ্রীষ্টের দুঃখ কষ্ট ভোগের সাথী হওয়ার সাথে সাথে আরও নিজেদের কিসের সহভাগী করে নেব ?

২৪। আমি জানি, আমার মুক্তিকর্তা জীবিত; তিনি শেষে ধুলির উপরে উঠিয়া দাঁড়াইবেন। এই কথা কে জানতেন ?

২৫। মথি ৬:১০ পদ অনুযায়ী ঈশ্বরের রাজ্য কোথায় আসার কথা আমরা আমাদের স্বর্গস্থ পিতাকে জানাই ?

২৬। প্রেরিত ২:২৯ ও ৩৪ পদ অনুযায়ী দায়ূদ কি ? স্বর্গারোহন করেছেন ?

২৭। নরক সম্বন্ধে বাইবেল কি শিক্ষা দেয় ? শুধু পাপীরাই কি নরকে যায় ?

২৮। নরক অর্থ যদি ‘‘কবর’’ হয় - তাহলে কি যীশু নরকে গিয়েছিলেন ?

২৯। যেহেতু যীশু কবরে (পাতালে) বা নরকে গিয়েছিলেন তার মানে কি তিনি পাপী ছিলেন?

৩০। রোমীয় ৫:১৩ পদ অনুযায়ী পাপ কখন গনিত হয় না ?

৩১। পাপের ফল কি অনন্তকালীন নির্যাতন ভোগ করা ?

৩২। আচ্ছা বলুন তো স্বর্গে কি অন্যদের সাথে আপনি দাবা খেলত পারবেন ? তবে কেন ব্যক্তিগত স্বাক্ষ্য যিনি দিয়েছেন তার বাবা প্রসঙ্গে এক লোক এমন কথা বললো যে তার বাবা স্বর্গে আছেন ও অন্যদের সাথে দাবা খেলছেন ।

৩৩। এখানে সত্য কি কথাটি বলার প্রয়োজন ছিলো ব্যক্তিগত স্বাক্ষ্য প্রদানকারীর মৃত বাবার প্রসঙ্গে ?

৩৪। যে কোন মৃত্যুর সময় তার নিকট আত্মীয় স্বজন সাধারণত: কি ধরনের কথা শুনতে চায় ? এই ব্যক্তিগত সাক্ষে আমরা কি দেখি ?

৩৫। ২য় ব্যক্তিগত সাক্ষ্যে পেন্টিকষ্টাল চার্চের বৃদ্ধ মহিলা, দুষ্ট ছেলেটা নরকের আগুনে জ্বলে মরবে বলছিলেন, তখন পিছনে দাড়ানো যুবক নরক বলতে তাকে কি বুঝালেন ?

৩৬। ২য় ব্যক্তিগত সাক্ষ্যদাতা কি জানলেন, আসলে ঈশ্বর পাপী বা দুষ্টকে শাস্তি দিয়ে কি আনন্দ পান ?

খ্রীষ্টাডেলফিয়ান বাইবেল স্টুডেন্টস্

পি ও বক্স নং ৯০৫২, বনানী, ঢাকা, ১২১৩, **বাংলাদেশ** থেকে প্রকাশিত

পি ও বক্স নং ১৭১১২, টালিগঞ্জ এইচ, ও., কলকাতা, ৭০০০৩৩, **ভারত**

The Way To Eternal Life

Bible Basics Leaflet 2

Published by:

Christadelphian Bible Students

P.O. Box 9052, Banani, Dhaka, 1213, **Bangladesh**

P.O. Box 17112, Tollygunge H.O., Kolkata – 700033, **India**

Copyright Bible Text: BBS OV (with permission)

This booket is translated and published with the kind permission of Bible Basics, PO Box 3034, South Croydon, Surrey, CR2 0ZA England.